RBI/2004/ 82
BPD.PCB.Cir. 36 /13.08.00/2003-08

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০০৪

প্রধান আধিকারিকগণ,
সকল প্রধান (শহলঞ্চল) সমবায় ব্যাংকগুলির
মহাশয়,

ঋণপত্র ও ত্রাণ চুক্তি-পত্রের অগ্রিম অনুমোদন

২রা জুন, ১৯৯৩ সালে জারি করা আমাদের বিজ্ঞপ্তি UBD.No.PCB.82/DC.(13.08.00)/92-93 তে ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তারা ১০% ত্রাণ চুক্তি-পত্রের ঋণপত্রের ১৯৯৩ এর উপর অগ্রিম দিতে পারে, ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তগুলি ।

২. আপনারা জ্ঞাত আছেন, ভারত সরকার সময় সময় বিভিন্ন সুদের হার ও ম্যাচিওরিটির ত্রাণ চুক্তি-পত্র ইস্যু করেছে . বণ্ডগুলি অবাস্তবায়িত রূপেও দেওয়া হয়, যেমন, বণ্ড খতিয়ান অ্যাকাউন্ট , এজেন্ট ব্যাংকগুলির ৩০টি বিশেষ বণ্ড দ্বারা, ক্রোড়পত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে। আমরা এই রকম প্রশ্ন পাচ্ছি যে, ব্যাংকগুলি এই ধরণের বণ্ডের ঋণপত্রেরও অগ্রিম মঞ্জুর করতে পারে কিনা। আমরা জানাচ্ছি যে, উপরের বর্ণনার ন্যায়, বিভিন্ন খাতে ইস্যু করা বণ্ডগুলিও ঋণ মঞ্জুরের জন্য যোগ্য ঋণপত্র হিসাবে গণ্য হবে, উপরে বর্ণিত বিজ্ঞপ্তির শর্তসাপেক্ষে। যেমন,

চলছে.....

(ক) ব্যাংকগুলিকে উদ্দেশ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্তুস্ট হতে হবে, ঋণগ্রহণকারীর প্রয়োজনের যথাযোগ্যতা, ঋণ তহবিলের প্রকৃত ব্যবহার নিয়েও, শুধুমাত্র ঋণপত্র হিসাবে ত্রাণ চুক্তিপত্রের প্রাপ্তিযোগ্যতাই একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়ঃ

(খ) সময় সময় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের ইস্যু করা সুদের হারের নির্দেশাবলী অনুযায়ী এক্ষেত্রে সুদের হার নির্ণয় করতে হবে;

(গ) সঠিক হালেমূল ও সুদ দেওয়ালজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ কলতে হবে।

৩. এটা দেখা গেছে যে অনেক ব্যাংকই ঋণ দেওয়ার আগে বণ্ড/শংসাপত্রগুলি তাদের নিজেদের নামে করেন না। তারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পাবলিক ডেট অফিস / এজেন্ট ব্যাংকগুলির বিশেষ শাখায়, ঋণ মঞ্জুর করার ২-৩ বছর পরে জানায় বা বণ্ডের মূল্য পরিশোধের ম্যাচিওরিটি সম্পূর্ণ হলে কোনো কোনো ব্যাংক জানায় যে বণ্ডগুলি তাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা সেগুলিকে নিজেদের নামে করেনি, সেগুলি হারিয়ে গেছে। কয়েকটি নকল বণ্ড ও শংসাপত্রের ঘটনাও আমাদের নজরে এসেছে। সাম্প্রতিক, আমরা একটি ঘটনা জানতে পেরেছি, যেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি নিজেকে বণ্ডের মালিকের এজেন্ট হিসাবে পরিচয় দিয়ে, বণ্ডের মালিকের স্বাক্ষরের প্রমাণ হিসাবে বণ্ডের রঙিন ফটোকপি জমা দেয়। এই ধরণের কার্যাবলী, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, প্রতারণার ঘটনা পারে। এই ধরণের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে একই বণ্ড দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ বন্ধ করা যায়।

৪. তাই ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য, ত্রাণ চুক্তিপত্র/শংসাপত্র দেখে ঋণ মঞ্জুরের সময়, নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মানতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ চুক্তিপত্র খতিয়ান অ্রাকাউন্ট সমেত সরকারি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে ঋণদানকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে কোনো পূর্ব স্বত্ব থাকার বন্দোবস্ত নেই। যদি ঋণদানকারী ব্যাংক সরকারি ঋণপত্রকে স্থাবর সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সেটা তাদের নিজের নামে নামান্তরিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে, নির্দেশিকা অনুযায়ী পরামর্শ দিচ্ছি, ত্রাণ চুক্তিপত্র যে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি রাখতে পারে

যদি সেগুলি ব্যাংকের নামে নামান্তরিত হয়, সেই চুক্তিপত্র যদি অগ্রিম পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ক) কোনো তৃতীয়পক্ষ ত্রাণ চুক্তিপত্রের ব্যাপারে অনুমতি পাবে না।

(খ) ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সঞ্চয় বণ্ডগুলি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণপত্র হিসাবে যোগ্য বিবেচিত হবে না।

শহলঞ্চলেল সমবায় ব্যাংকগুলিকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনো ধরণের অব্যববস্থা তাদের ব্যাংকে না দেখা দেয়।

৫. আমাদের আঞ্চলিক অফিসে প্রাপ্তি সংবাদ জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে,

এস.কারুপ্পাস্বামী)
ভারপ্রাপ্ত চিফ জেনারেল ম্যানেজার

সংয়োজনী : ক্রোড়পত্র ।

ক্রোড়পত্র ।

ভারত সরকারের ত্রাণ/সঞ্চয় চুক্তি-পত্র যোজনা –
<u>এজেন্ট ব্যাংকগুলির তালিকা</u>

ক্রম. নং.	এজেন্ট ব্যাংকগুলির নাম
১	ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
২	হায়দ্রাবাদ স্টেট ব্যাংক
৩	বিকানির ও জয়পুর স্টেট ব্যাংক
৪	মাইসোর স্টেট ব্যাংক
৫	পাতিয়ালা স্টেট ব্যাংক
৬	সৌরাষ্টহ্র স্টেট ব্যাংক
৭	ত্রিবাঙ্কুর স্টেট ব্যাংক
৮	ইন্দোর স্টেট ব্যাংক
৯	এলাহাবাদ স্টেট ব্যাংক
১০	ব্যাংক অফ বরোদা
১১	ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া
১২	ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
১৩	কানাড়া ব্যাংক
১৪	সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া
১৫	কর্পোরেশন ব্যাংক
১৬	দেনা ব্যাংক
১৭	ইণ্ডিয়ান ব্যাংক
১৮	ভারতীয় ওভারসিজ ব্যাংক
১৯	ওরিয়েন্টহাল ব্যাংক অফ কমার্স
২০	পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
২১	সিণ্ডিকেট ব্যাংক
২২	ভারতীয় ইউনিয়ান ব্যাংক
২৩	ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া
২৪	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
২৫	বিজয়া ব্যাংক
২৬	ইউ.টি.আই. ব্যাংক লি%.*
২৭	আই.সি.আই.সি.আই. ব্যাংক লি%.*
২৮	আই.ডি.বি.আই. ব্যাংক লি%.*
২৯	এইচ.ডি.এফ.সি. ব্যাংক লি%.*

৩০	এস.এইচ.সি.আইএল. লি%.*

* মুম্বাইয়ে কেন্দ্রীভুত সমগ্র ভারতের কার্যক্রম